উভয় পার্শ্বে আলাদা সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনের মহাসড়ক (প্রক্ষেপিত)

মহাসড়কের ভাংগায় (প্রক্ষেপিত) CLASSIC CLOVER LEAF

আড়িয়াল খাঁ নদীর উপরে ৪-লেন বিশিষ্ট সেতু (প্রক্ষেপিত)

যাত্রাবাড়ী-মাওয়া এবং পাঁচর-ভাংগা জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নয়ন

পদ্মা সেতু লিংক রোড

নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন

তারিখ: ২৯ শ্রাবণ ১৪২৩ / ১৩ আগস্ট ২০১৬

এসডব্লিউও-পশ্চিম, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

এবং

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

প্রকল্পের পটভূমি

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উন্নত মহাসড়ক অবকাঠামো অপরিহার্য। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সাথে নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগের জন্য পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। পদ্মা সেতু ব্যবহার করে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জেলাসমূহে যাতায়াত দ্রুততর, নির্বিঘ্ন ও সহজতর করা এবং এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য যাত্রাবাড়ি ইন্টারসেকশন (ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংক সড়কসহ) মাওয়া এবং পাঁচ্চর-ভাংগা মহাসড়ক উভয়দিকে ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ [পদ্মা সেতু লিংক রোড] প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রকল্পটি গত ০৩ মে ২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ৫৫ কিলোমিটার দীর্ঘ মহাসড়কটি প্রায় ৬২৫২.২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ২-লেন হতে ৪-লেনে উন্নীত করা হবে। মহাসড়কটির উভয় পার্শ্বে ধীরগতির যানবাহনের জন্য ৫.৫০ মিটার প্রশস্ত পৃথক লেন এবং মাঝ বরাবর ৫.০০ মিটার প্রশস্ত মিডিয়ান থাকবে। ভবিষ্যতে এ মিডিয়ান ব্যবহার করে মেট্রোরেল নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়াও এ মহাসড়কে ৬টি ফ্লাইওভার, ৪টি রেলওয়ে ওভারপাস, ১৫টি আন্ডারপাস এবং ৩টি ইন্টারচেঞ্জ থাকবে। এ সব সুবিধা সংযোজনের ফলে মহাসড়কটি একটি এক্সপ্রেসওয়েতে রূপান্তরিত হবে। মহাসড়কের দু'পার্শ্ব ও মিডিয়ান বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সবুজায়ন করা হবে।

এ মহাসড়কটি হবে বাংলাদেশে নির্মিত প্রথম এক্সপ্রেসওয়ে। এ মহাসড়কের কোথাও ট্রাফিক ক্রসিং থাকবে না বিধায় যানবাহন নিরবচ্ছিন্ন ও নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারবে। এ মেগা প্রকল্পটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর স্পেশাল ওয়ার্কস অর্গানাইজেশন-পশ্চিম এর আওতাধীন ১৭ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্যাটালিয়ন এবং ২০ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্যাটালিয়ন বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়ন শেষে দক্ষিণাঞ্চলের সাথে রাজধানী ঢাকা এবং দেশের পূর্বাঞ্চলে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন নিরাপদ, সময় সাশ্রয়ী ও আরামদায়ক হবে। উপরন্তু, পদ্মা সেতু লিংক রোড ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ সম্পন্ন হলে ঢাকা-সিলেট ও ঢাকা-চট্টগ্রাম হতে আগত যানবাহনসমূহ যাত্রবাড়ী ইন্টারসেকশন হয়ে সহজে ও স্বল্প সময়ে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে যাতায়াত করতে পারবে।

মহাসড়কটির চলমান জরীপ কাজ

মহাসড়কটির EMBANKMENT নির্মাণের চলমান কাজ

মহাসড়কের নতুন রাস্তার এলাইনমেন্টে বালু ভরাটের চলমান কাজ

প্রকল্প পরিচিতি

প্রকল্পের নাম	: ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়কের যাত্রাবাড়ী ইন্টারসেকশন থেকে (ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংক সড়কসহ) মাওয়া পর্যন্ত এবং পাঁচ্চর-ভাংগা অংশ ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪-লেনে উন্নয়ন প্রকল্প
প্রকল্প বাস্তবায়নকারী	: সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং স্পেশাল ওয়ার্কস অর্গানাইজেশন-পশ্চিম বাংলাদেশ সেনাবাহিনী
বিভাগ	: সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
মন্ত্রণালয়	: সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
প্রকল্পের মেয়াদ	: মে ২০১৬ থেকে এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত
প্রকল্পের ব্যয়	: ৬২৫২২৮.৬৪ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের অর্থায়নে	: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহাসড়কের দৈর্ঘ্য	: ৫৫ কিলোমিটার
প্রকল্পের অবস্থান	: ঢাকা জেলা, মুন্সীগঞ্জ জেলা, মাদারীপুর জেলা এবং ফরিদপুর জেলা
প্যাকেজ সংখ্যা	: ০২টি *প্যাকেজ-১:* ১৭ ইসিবি-যাত্রাবাড়ী ইন্টারসেকশন থেকে (ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংক সড়কসহ) মাওয়া পর্যন্ত (৩৫ কিলোমিটার) *প্যাকেজ-২:* ২০ ইসিবি- পাঁচ্চর থেকে ভাংগা পর্যন্ত (২০ কিলোমিটার)
ভূমি অধিগ্রহণ	: ২৪.৮৮ হেক্টর
সেতু	: ৩১টি (পিসি গার্ডার ২০টি এবং আরসিসি ১১টি) তন্মধ্যে বড় সেতু: ধলেশ্বরী-১ সেতু (২৫৮.০৫ মিটার), ধলেশ্বরী-২ সেতু (৩৮২.০৫ মিটার) ও আড়িয়াল খাঁ সেতু (৪৫০.০৫ মিটার)
ফ্লাইওভার	: ০৬টি (আব্দুল্লাহপুর, হাঁসারা, শ্রীনগর, কদমতলী, পুলিয়াবাজার ও সদরপুর)
রেলওয়ে ওভারপাস	: ০৪টি (জুরাইন, কুচিয়ামোরা, শ্রীনগর ও আতাদি)
আন্ডারপাস	: ১৫টি
ইন্টারচেঞ্জ	: ০৩টি (যাত্রাবাড়ী Interchange, তেঘরিয়া Trumpet ও ভাংগা Clover Leaf)